49006 - তিনি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ নেই

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একটি হাদিস শুনেছি যে, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও ইতিকাফ করা শুদ্ধ নয়; এ হাদিসটি কি সহিহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

প্রশ্নকারী যে হাদিসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন সে হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (৪/৩১৫) হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলেন: আমি আপনার ঘরে ও আবু মূসার ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) কিছু লোককে ইতিকাফরত পেয়েছি। অথচ আমি জেনেছি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিনি মসজিদ ছাড়া কোন ইতিকাফ নেই: মসজিদে হারাম"। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: সম্ভবত: আপনি ভুলে গেছেন; তাদের মুখস্থ আছে। আপনি ভুল করছেন; তাদেরটা ঠিক।[আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিস আস-সহিহা (২৮৭৮) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

দুই:

এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছে- জমহুর আলেমের মতে, ইতিকাফ এ তিনটি মসজিদের কোন একটিতে হওয়া শর্ত নয়। এ মতের পক্ষে তারা দলিল দেন এ আয়াতের ভিত্তিতে, "তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

আয়াতে কারীমাতে "মসজিদসমূহ" শব্দটি আম বা সাধারণ। তাই এ শব্দটি সকল মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদি অন্য কোন দলিল বিশেষ কোন মসজিদ বাদ দেয় সে মসজিদ ছাড়া; যেমন- যে মসজিদে জামাতে নামায আদায় করা হয় না; যদি ইতিকাফকারীর উপর জামাতের সাথে নামায আদায় করা ফরজ হয়। দেখুন 48985 নং প্রশ্নোত্তর।

ইমাম বুখারী আয়াতের এ ব্যাপকতার দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

“শষে দশদনিে ও সকল মসজদিে ইতকিাফ করা শীর্ষক পরচ্ছিদে”। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমেরা মসজদিসমূহে ইতকিাফরত অবস্থায় তাদরে সাথে যনৌ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতরি জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] সমাপ্ত।

মুসলমানরো তাদরে স্থানীয় মসজদিে ইতকিাফ করে আসছনে যমেনটি উল্লখে করছেনে ত্বাহাবী তাঁর রচতি ‘মুশকলিুল আসার’ গ্রন্থে (৪/২০৫)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে মসজদিে হারাম, মসজদিে নববী ও মসজদিে আকসায় ইতকিাফ করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়ছেলি; আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

জবাবে তনিি বলনে:

“মসজদিে হারাম, মসজদিে নববী ও মসজদিে আকসা এ তনি মসজদি ছাড়া অন্য মসজদিগুলোতে ইতকিাফরে সময় ইতকিাফ করা শরয়িতসম্মত। ইতকিাফ শুধুমাত্র এ তনি মসজদিরে সাথে খাস নয়; বরং এ তনি মসজদিওে ইতকিাফ করা যায়, অন্য মসজদিওে ইতকিাফ করা যায়। এটি অনুসরণযোগ্য মাযহাবগুলোর আলমেদরে অভমিত, যমেন- ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম মালকে (রহঃ), ইমাম শাফয়েী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফিা (রহঃ)। দললি হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “তোমেরা মসজদিসমূহে ইতকিাফরত অবস্থায় তাদরে সাথে যনৌ সম্পর্ক স্থাপন করবে না। এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতরি জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭] এখানে ‘মসজদিসমূহ’ শব্দটি আমভাবে পৃথবিীর সকল মসজদিকে অন্তর্ভুক্ত কর। এ বাক্যটি রোযার বধিান সংক্রান্ত আয়াতরে শষোংশে উল্লখে করা হয়ছে; আর রোযার বধিান পৃথবিীর সকল প্রান্তরে মুসলমি উম্মাহকে শামলিকারী। সুতরাং যাদরেকে রোযার ক্ষত্রেে সম্বোধন করা হয়ছে তাদরে সকলকে এ বাক্যরে মাধ্যমওে সম্বোধন করা হয়ছে। তাইতো প্রাসঙ্গকিতা ও সম্বোধনরে ক্ষত্রেে অভন্নি বধিানগুলোর আলোচেনা শষে করা হয়ছে এ কথা দয়িে “এগুলো হচ্ছে- আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এগুলোর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতরি জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।”। আল্লাহ তাআলা এমন কোন সম্বোধন করা খুবই দূরবর্তী যে সম্বোধনটি উম্মতরে একবোরইে অল্প কছিু মানুষ ছাড়া আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

পক্ষান্তর, হুযাইফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি “তনি মসজদি ছাড়া ইতকিাফ নইে” এ হাদসিটি যদি শুদ্ধতার বচিারে উত্তীর্ণ হয় সক্ষেত্রেে এটি ইতকিাফরে পূর্ণতার গুণকে নাকচ করব। অর্থাৎ পূর্ণতর ইতকিাফ হচ্ছে- এ তনি মসজদিে যে ইতকিাফ করা হয় সে ইতকিাফ। অন্য মসজদিরে উপর এ তনি মসজদিরে ফজলিত ও মর্যাদার কারণ। এ ধরণরে বাক্যব্যঞ্জনা প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ না-বোধক বাক্য দ্বারা পূর্ণতার গুণকে নাকচ করা; মূল বষিয়টি কংিবা বষিয়টরি শুদ্ধতাকে নাকচ করা

নয়। উদাহরণত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “খাবার হাজির হলে নামায নেই” ও এ ধরণের অন্যান্য হাদিস। তবে নিঃসন্দেহে নেতিবাচক বাক্য দ্বারা সাধারণত শরয়ি হাকীকত কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হাকীকতকে নাকচ করা হয়। কিন্তু, যদি এমন কোন দলিল পাওয়া যায় যে দলিল শরয়ি হাকীকত কিংবা ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হাকীকতকে গ্রহণে বাধা দিয়ে তাহলে পূর্ণতার গুণকে নাকচ করাটা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়; যেমনটি আমরা হুযাইফা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে দেখতে পাই। হাদিসটি শুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ধরে নিলে এ ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত

[ফাতাওয়াস সিয়াম, পৃষ্ঠা-৪৯৩]

বিন বায (রহঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল: “তিন মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ নেই” এ হাদিসটি কি সহিহ? যদি সহিহ হয়; তাহলে তিন মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে কি ইতিকাফ করা যাবে না?

জবাবে তিনি বলেন: তিন মসজিদ ছাড়াও অন্য যে কোন মসজিদে ইতিকাফ করা সহিহ। তবে; শর্ত হচ্ছে- সে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায অনুষ্ঠিত হতে হবে। যদি সে মসজিদে নামাযের জামাত না হয় তাহলে সেখানে ইতিকাফ করা সহিহ হবে না। তবে, কেউ যদি এ তিন মসজিদে ইতিকাফের মানত করে থাকে তাহলে তাকে সে মানত পূরণ করতে হবে।[সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া বিন বায (১৫/৪৪৪)]